বলিতেছেন—যদি অপরাধরূপ প্রত্যবায় থাকে, তাহা হইলে সাধুগণের প্রতি আদরবুদ্ধি আসিতে পারে না এবং তাহাদের সাধারণ পুণ্যাদি দৃষ্টি মহাপুরুষের প্রতি করেন, অর্থাৎ সাধারণ পুণ্যবান্ জনের মত মহাপুরুষগণকেও পুণ্যবান্ বলিয়া মনে করেন। তাহাদের উভয়বিধ জনেরই অপরাধ এবং সাধারণ পুণ্যবান জন বলিয়া বুদ্ধি থাকা রূপ দোষে সাধুসঙ্গ ভগবদ্ উন্মুখতা সম্পাদন করিতে পারে না। তবে সেই দোষ নিবৃত্তির জন্য এবং শ্রীভগবানে উন্মুখতা সম্পাদনের জন্য সেই মহাপুরুষের সঙ্গ তাঁহার (সেই মহাপুরুষের) কৃপাসাহায্য অপেক্ষা করিয়া থাকে। আর যদি কোন অপরাধ না থাকে, তাহা হইলে সাধুসঙ্গমাত্রেই যাহাদের সেই মহাপুরুষের প্রতি পরম উত্তম দৃষ্টি উদয় হয়, তাহাদিগের কিন্তু সেই সকল মহাপুরুষের প্রতি মনের অবধান না থাকিলেও সৎসঙ্গমাত্রে শ্রীভগবানে উন্মুখভাব উদিত হইয়া থাকে। অতএব অপরাধীজনকে লক্ষ্য করিয়াই ইন্দ্রাধিষ্ঠাত্রীদেবতাগণ ৩।৫।৪৫ শ্লোকে শ্রীভগবানকে স্তুতি করতঃ বলিয়াছিলেন—হে নাথ! যাহারা বিষয়াভিমুখ ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ দ্বারা সতত হৃদয়ে অন্তর্যামিভাবে বিদ্যমান, তোমা হইতে বিমুখমনা অর্থাৎ যাহাদের বহিরিন্দ্রিয় এবং অন্তরিন্দ্রিয় তোমাতে বিমুখ অথচ সতত বিষয়ে উন্মুখ, সেই সকল ভগবদ্‌বহির্মুখ অপরাধীগণকে—যাহাদের হৃদয় তোমার চরণকমলযুগলের অনবরতঃ বিলাসজন্য অনির্ব্বচনীয় শোভাযুক্ত, সেইসকল মহাপুরুষগণ কখনও তাহাদিগকে (সেই বহির্মুখ অপরাধী জনসমূহকে) কৃপাদৃষ্টিতে অবলোকন করেন না। অতএব সৎসঙ্গ অভাবে তোমার কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিবার সৌভাগ্যলাভে বঞ্চিত হয় বলিয়াই তাহাদিগের উদ্ধারের কোনপ্রকার সম্ভাবনা করা যায় না। এ স্থানের অভিপ্রায় এই যে—যাহাদিগের হৃদয়ে অনবরতঃ শ্রীহরিচরণকমল বিলাস করেন, সেইসকল মহাপুরুষগণ অপরাধী ভগবদ্‌বহির্মুখ জনের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করেন না। এই প্রমাণে অপরাধী ভগবদ্‌বহির্মুখ জনের প্রতি যে শ্রীভগবানের ভক্তগণ কৃপাদৃষ্টি করেন না—তাহাই দেখান হইল। এইস্থানে একটি বিশেষ বলিবার বিষয় এই যে—সাধারণ বহির্মুখ ইন্দ্রিয়বৃত্তি মনুষ্যগণকে লক্ষ্য করিয়া এই শ্লোকটির তাৎপর্য্য হইতে পারে না। যেহেতু যতদিন পর্য্যন্ত মহত্বের কৃপাদৃষ্টি না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত সকলেরই ইন্দ্রিয়বৃত্তি বিষয়াভিমুখীই থাকে; মহাপুরুষের কৃপালাভের পরেই ভগবদ্ উন্মুখতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এস্থানে